ব্রি ধান১০২

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০২ জিংক সমৃদ্ধ বোরো মৌসুমের একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারি IR99285-1-1-1-P2। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি), ফিলিপাইনে Multiple cross করে উদ্ভাবন করা হয় যার Parentage, IR 91153-AC 117/IR05F102//IR 68144-2B-2-2-3-1-166/// IR 66/4/NSIC RC 158/NEGRO//BRRI dhan29। বিগত ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে এনে নিজস্ব গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে। প্রাপ্ত IR99285-1-1-1-P2 কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে চার (০৪) বৎসর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৮ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২০ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় কৌলিক সারিটি ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোডের মাঠ মূল্যায়ন দল সুপারিশ করে। অতঃপর ১৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোডের ১০৬ তম সভায় এ জাতটি জিংক সমৃদ্ধ বোরো মওসুমের উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান১০২ হিসাবে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রি ধান২৯ এর মতো।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৩ সেমি।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৭গ্রাম।
- ধানের দানার রং খড়ের মতো।
- চাল লম্বা চিকন ও সাদা।
- জিংকের পরিমাণ ২৫.৫ মি.গ্রাম/কেজি।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৮.০% এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৫%।

ব্রি ধান১০২

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১০২ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে দুই দিন কম এবং গড় ফলন ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে বেশী। এ ধানের গুনগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকরি আকৃতি মাঝারি চিকন। তাছাড়া জাতটিতে জিংকের পরিমাণ ২৫.৫ মি.গ্রাম/কেজি যা ব্রি ধান২৯ (১৮.২ মি.গ্রাম/কেজি) এর চেয়ে ৭.৩ মি.গ্রাম/কেজি বেশী। জাতটি জিংকের অভাব পূরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। দেশের যে সকল অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৯ জাতের চাষাবাদ করা হয় সেসব অঞ্চলে জাতটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়।

জীবনকাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫০ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০২ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮.১০ টন, তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৯.৬০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০২ দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ০১-১৫ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৬ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর)। হাওড় বা নিচু এলাকায় ১৬-২২ কার্তিক পর্যন্ত অর্থাৎ (১ নভেম্বর-৭ নভেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২৫ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা ব্রি ধান২৯ জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৪০	১৩	২২	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি/ডিএপি, এমওপি, জিপসাম এবং জিঙ্ক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিঙ্কের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিঙ্ক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০২ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ৩০ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ অর্থাৎ ১৩ - ২৮ এপ্রিল। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd